দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..22 NOV..2015. ...
পৃষ্ঠা ...৯... কলাম...২.....

শিক্ষা ■ ড. মো. হুমায়ুন কবীর

পরীক্ষায় অতিরিক্ত ফি আদায়: রুখতে হবে এখনই

শিক্ষায় বাণিজ্যিকীকরণ এখন একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে বললে খুব বেশি বলা হবে না। এ বাণিজ্যিকীকরণ কোনো না কোনো ফরমে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। কারণ দেখা গেছে সরকারি প্রাইমারি স্কুলের দুর্বলতার সুযোগে গড়ে উঠেছে কিন্ডার গার্টেন স্কুল। তেমনিভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে গজিয়ে উঠেছে শত-সহস্র বেসরকারি মানহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তারপরে শিক্ষাক্ষেত্রে কোচিং বাণিজ্য তো রয়েছেই। এবারের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে, সেই পরীক্ষাকে সামনে নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে ফরম ফিলাপের কাজ। এখন যদিও এসএসসি পরীক্ষার প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট (পিএসসি) এবং জুনিয়র স্কুল/দাখিল সার্টিফিকেট (জেএসসি/জেডিসি) দুটি পাবলিক পরীক্ষা রয়েছে। তবে এগুলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাবলিক পরীক্ষা না বলে ক্লাস প্রমোশন পরীক্ষা বলা হচ্ছে। যাহোক, তারপরও এখনো এসএসসি পরীক্ষা মানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতির ব্যাপার। আর সেই এসএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপের সময়, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সাড়া পড়ে যায়। সেজন্য এবার মনে হয় একটু বেশিই সাড়া পড়েছে। প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় কোনো না কোনো স্থানের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফরম ফিলাপের সময় অতিরিক্ত ফি আদায় হওয়ার খবর আসছে। গত ১৭ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের ১৩'র পাতায় বগুড়ার সারিয়াকান্দি, ১৯ নভেম্বর ২০১৫ দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকায় ৫-এর পাতায় পটুয়াখালীর বাউফলে, আবার ২০ নভেম্বর ২০১৫ আর একটি পত্রিকায় ৫-এর পাতায় ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায়ের চিত্র বর্ণনা করে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কয়েকদিন যাবৎ পত্রিকা খুললেই ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে, চট্টগ্রামে, নীলফামারি, মানিকগঞ্জসহ কোনো না কোনো জায়গায় অতিরিক্ত ফি আদায়ের বিষয়টি প্রকাশিত হচ্ছেই। এসব রিপোর্টে দেখা গেছে, শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক খাতওয়ারি হিসাব উল্লেখ করে ফরম ফিলাপের জন্য ফি নির্ধারণ করে দেয়া আছে।

সেখানে দেখা গেছে মাসিক বেতন, ফরমের মূল্য, সেশন ফি, বোর্ড ফি, পরীক্ষার ফি, ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি, টিউশন ফি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য ১৪৫৫ টাকা এবং বাণিজ্য ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য ১৩৫৫ টাকা নির্ধারণ করা আছে। কিন্তু সারা দেশের কোনো স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাতেই তা মানা হচ্ছে না। সেখানে তারা নামে-বেনামে কোচিং ফি, কেন্দ্র ফি ও প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ফিসহ আরো কিছু অপ্রয়োজনীয় খাত সৃষ্টি করে প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি ফি অর্থাৎ আড়াই থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। অথচ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অতিরিক্ত ফি আদায়ের বিষয়ে একাধিকবার পত্র মারফত মাঠপর্যায়ে জানিয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার ফরম ফিলাপের জন্য অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের পরে হাইকোর্টে রিট করা হলে মহামান্য কোর্ট সেসব আদায়কৃত অর্থ ফেরত দেয়ার আদেশ দিলেও সেখানে এখনো সেই অর্থ নাকি ফেরত দেয়া হয়নি। কাজেই এ সম্পর্কে কোনো কাজ না হওয়ার বিষয়টি সত্যিই উদ্বেগজনক। এগুলো বাস্তবায়ন না করার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে একটি চিহ্নিত সুবিধাবাদী চক্র এখানে কাজ করে থাকে। এ চক্রের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে ঢাকার সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসহ জেলা-উপজেলায় শিক্ষা প্রশাসনের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারি, অপরদিকে স্কুল-কলেজের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষের নেতৃত্বে কিংবা প্ররোচনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি। যেহেতু এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহামান্য কোর্ট থেকে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেজন্য যারা অতিরিক্ত ফি ইতোমধ্যে আদায় করেছে তাদেরকে তা সংশ্লিষ্টদের মাঝে আবার ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় কোর্টের রায় ও সরকারের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তা না মানার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিলের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার সমন্বয়ে একটি মনিটরিং ও ভিজিলেন্স টিম গঠন করে সার্বক্ষণিক ও সার্বিক পর্যবেক্ষণের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। একইভাবে উপজেলা কমিটিকে মনিটরিং করার জন্য জেলা পর্যায়ে অনুরূপ একটি কমিটি আবার উপজেলা ও জেলাপর্যায়ে কমিটিকে মনিটরিং করার জন্য মন্ত্রণালয়ের একটি সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে পুরো বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অভিযান চালাতে হবে। সেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। অন্যথায় ক্রমবর্ধমান শিক্ষার অগ্রগতিতে গ্রামীণ জনশক্তি পিছিয়ে পড়বে।

লেখক: ডেপুটি রেজিস্ট্রার, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
email: hkabirfmo@yahoo.com